গবাদি প্রাণির লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) সম্পর্কে অবহিত হউন ও প্রতিরোধ করুণ

লাম্পি স্কিন ডিজিজ একটি ভাইরাস জনিত রোগ, যা শুধুমাত্র গরু ও মহিষের হয়। এই রোগে গরু ও মহিষের চামড়ায় চাকাচাকা ঘা দেখা দেওয়ায় সহজেই চেনা যায়। এই রোগে মানুষ আক্রান্ত হয় না। রোগের সুপ্তকাল ৪-১৪ দিন।

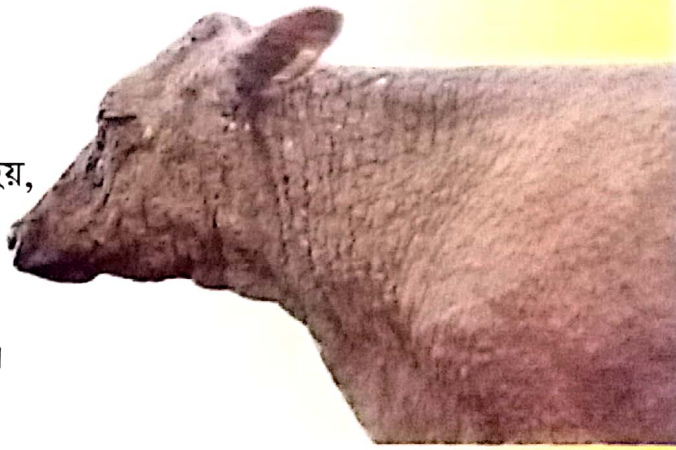

রোগের লক্ষনঃ-

- প্রথম পর্যায়ে আক্রান্ত পশুর জ্বর ১০৫ ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়, ব্যাথা হয় এবং খাবার অরুচি দেখা দেয়।
- শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন– পা, গলকম্বল ফুলে যায়।
- মুখ থেকে লালা ঝরবে এবং গরু খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাটে।
- লিম্ফনোড ফুলে যায়, বুকে, ওলান ও পায়ে পানি জমা হয়।
- গর্ভপাত ঘটতে পারে
- দুর্বলতা ও নিস্তেজ ভাব দেখা দেয়।

রোগটি কি ভাবে ছড়ায় ?

- মশা, মাছি, আঠালী, মাইটের মাধ্যমে এ রোগটি দ্রুত এক প্রাণি হতে অন্য প্রাণিতে ছড়ায়।
- আক্রান্ত প্রাণিতে চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত সিরিঞ্জের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।

মাছি

আঁঠালী

মশা

রোগ নিয়ন্ত্রনে পরামর্শঃ-

- মশা মাছি মুক্ত রাখার জন্য খামার ও বসতবাড়ীর আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অতীব প্রয়োজন।
- গোয়াল ঘরে উচুঁতে নেপথোলিন (করফুল) ঝুঁলিয়ে রাখলে মশা মাছির উপদ্রব কমে।
- আক্রান্ত গবাদি পশুকে সুস্থ গবাদি পশু হতে দুরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সম্ভব হলে আক্রান্ত গবাদি পশুকে মশারির ভিতরে রাখতে হবে।
- লক্ষন দেখা দেওয়া মাত্র প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত প্রাণিরচিকিৎসা প্রদান করতে হবে।
- সঠিক সময়ে এই রোগের চিকিৎসা করলে অসুস্থ পশুকে দ্রুত সুস্থ করা যায়।

চিকিৎসা ঃ-

- ভেটেরিনারি চিকিৎসকের সহিত পরামর্শক্রমে এন্টিবায়োটিক, এন্টিহিষ্টামিন, এন্টিপাইরোটিক ও ব্যাথানাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রান্ত প্রাণির ঘা/ক্ষতস্থানে টিংচার আয়োডিন/প্রভিসেভ অথবা পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট দ্বারা সকাল বিকাল ধৌত করতে হবে।
- প্রাণির খাওয়া বন্ধ করলে স্যালাইন দিতে হবে।
- অন্যান্য পরিচর্য্যা নিয়মিত করতে হবে।

প্রচারেঃ- জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, মৌলভীবাজার।
জেলা প্রাণি হাসপাতাল, মৌলভীবাজার।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সদর, রাজনগর, কুলাউড়া, বড়লেখা, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, জুড়ী।

Scanned with CamScanner